সকল প্রতিষ্ঠানকেই আইএসও ২৬০০০ নির্দেশনা দান করে, তার আকার বা অবস্থান যাই হোক না কেন। সুতরাং, আশা করা যায়, এই বইটি ব্যবসার বিভিন্ন খাত, যেমন ব্যাংক, টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যাল ইত্যাদি সকলের জন্যই প্রযোজ্য। আইএসও ২৬০০০ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করা। এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা যেন তারা আইনি বাধ্যবাধকতার উর্ধ্বে যেতে পারে। সাথে সাথে এটাও লক্ষ্যণীয় যে আইএসও ২৬০০০ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আইন মেনে চলার মৌলিক দায়িত্ববোধ স্মরণ করিয়ে দেয়, যেটা সামাজিক দায়িত্বশীলতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অপর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে একটি পারস্পরিক বোঝাপড়াকে উন্নীত করা এবং অন্যান্য উপকরণ এবং সূচককে না বদলিয়ে বরং সম্পুরক হিসেবে উপস্থাপন করা।

বাংলাদেশে ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্বশীলতা (সিএসআর) শব্দটির পরিবর্তন

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সিএসআরকে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক জনহিতৈকর কাজের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্বশীলতা শব্দগুচ্ছটির ক্ষেত্রে 'সামাজিক' শব্দটি 'সমাজ' শব্দ থেকে আগত, ফলে সিএসআর পরিভাষায় পরিবেশ, শাসন ব্যবস্থা, নৈতিকতা ও আরো অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। এটা শুধুমাত্র কেবল সমাজ কল্যাণ কিংবা সমাজ কর্ম নয়। বিষয়টা যখন এমন, তখন আন্তর্জাতিক মানদন্ডে এই সিএসআর অনুশীলন করতে গেলে এর যে ন্যূনতম আইন এবং মানদন্ড (বাইরের) নির্দেশিত হয়েছে তাকেও অতিক্রম করাটা উৎকৃষ্ট এবং এই কারণেই ফ্যাক্টরি সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স পরিপূর্ণ সিএসআর নয়। আবার শুধু পরিবেশ প্রবিধান বিভাগ কিংবা বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুসরণ করে চলাটাও সিএসআর নয়। আন্তর্জাতিক গার্মেন্ট ব্র্যান্ডগুলোর কথাও বলা যেতে পারে, যারা তাদের সোর্স ফ্যাক্টরির জন্য আচরণ বিধি-তে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স-এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে। এমন কি, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ভেতরেও তারা সিএসআর এর ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করেছে। পূর্ব ব্যাখ্যার রেশ ধরে বলা যেতে পারে যে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স কিংবা নিয়মাবলীসমূহের ক্ষেত্রে ঠিক থাকাটা একটি ভিত মাত্র, যার ওপরে মূলত সিএসআর নির্মিত হয়।

সামাজিক দায়িত্বশীলতা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে তবে উৎসাহের ব্যাপার হচ্ছে, কতিপয় প্রধান স্টেকহোল্ডার-এর ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে সামাজিক দায়িত্বশীলতা বেশ দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সামাজিক দায়িত্বশীলতার বিকাশের ব্যাপারে ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো এখন সিএসআর কার্যক্রমের অর্থায়ন এবং রূপায়নের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অনেক প্রতিষ্ঠানই এখন সিএসআর গোল বৈঠক এবং সিএসআর সাময়িকী প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানী খাত বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-ও তাদের শ্রমিকদের